স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা

ইউনিট 2

ভূমিকা :

স্তব-স্তোত্র শব্দ দুটি সমার্থক। সংস্কৃত স্তু-ধাতু থেকে এ শব্দ দুটি এসেছে। স্তু-ধাতুর অর্থ প্রশংসা করা। সুতরাং স্তব-স্তোত্র শব্দের অর্থ প্রশংসা। ঈশ্বরের গুণ, ক্ষমতা, কীর্তি বা মহিমা ব্যক্ত করে প্রশংসা করার নাম স্তব-স্তোত্র । স্তব-স্তোত্রকে স্তুতিও বলা হয়। যেমন – গঙ্গাস্তব, ব্রহ্মস্তোত্র, দেবীস্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ইত্যাদি।

ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছাতেই মহাজগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁর প্রতি সবার রয়েছে অসীম ভরসা ও বিশ্বাস। তিনি আমাদের কল্যাণ বিধান করে থাকেন। সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের উচিত তাঁর স্তুতি পাঠ করা।

ছবি : প্রার্থনারত

প্রার্থনা শব্দের অর্থ কোনো কিছু চাওয়া। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট কোনো কিছু চাওয়াকে প্রার্থনা বলা হয়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচন্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের অনেক সুন্দর সুন্দর স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা রয়েছে। এ ইউনিটে হিন্দুধর্মগ্রন্থ থেকে কয়েকটি স্তব-স্তোত্র ও বাংলা প্রার্থনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ২:১ : স্তব-স্তোত্র
পাঠ- ২:২ : বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র
পাঠ- ২:৩ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচন্ডীর শ্লোক
পাঠ- ২:৪ : বাংলা প্রার্থনা

পাঠ-২.১ স্তব-স্তোত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচন্ডী থেকে গৃহীত স্তবগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রতিটি স্তবের বাংলা অর্থ বলতে পারবেন।
- প্রত্যেক স্তবের উৎস নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	**বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচন্ডী, স্তুতি, সহস্রাক্ষঃ, ত্বমাদি, অনন্তরূপ ইত্যাদি।**

১। বেদ :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঅত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥
(ঋগ্বেদ ১০/৯০/১)

শব্দার্থ ও টীকা :

সহস্রশীর্ষা – অসংখ্য মস্ড়ক বিশিষ্ট ; **সহস্রপাৎ –** অসংখ্য পা বিশিষ্ট ; **বিশ্বতঃ বৃত্বা –** সব দিকে ব্যাপ্ত ; **ভূমিং –** জগৎকে ; স – তিনি; **পুরুষঃ** – এখানে পুরুষ বলতে পরম পুরুষ বা ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। **অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ –** অতি+অতিষ্ঠৎ+দশ+আঙ্গুলম্; **ঋগ্বেদ ১০/৯০/১ –** এই সঙ্কেতের দ্বারা বোঝায়, ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের নব্বইতম সূক্তের প্রথম শ্লোক।

বাংলা অর্থ : ঈশ্বরের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি সমস্ত বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিশ্ব অপেক্ষা দশ আঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

২। উপনিষদ :

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩/১৬)

শব্দার্থ ও টীকা :

সর্বতঃ – সর্বত্র, সকল; পাণিপাদম্– হস্ত ও পদ; অক্ষিশিরোমুখম্– চক্ষু, মস্তক ও মুখ; শ্রুতিমল্লোকে– শ্রুতিমৎ+লোকে (কর্ণ+জগতে), সর্বমাবৃত্য– সর্বম্+আবৃত্য (সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত), তিষ্ঠতি– বিদ্যমান আছেন।

সরলার্থ :

সকল প্রাণীর হস্ত ও পদ তাঁরই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই, সকল জীবের চক্ষু, মস্তক এবং মুখ তাঁরই এবং সকল প্রাণীর কর্ণও তাঁরই। জগতে তিনি প্রাণীর দেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন এবং সবকিছুতেই পারিব্যাপ্ত আছেন।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
(গীতা ১১/৩৮)

শব্দার্থ ও টীকা :

পুরাণস্ত্বমস্য – পুরাণঃ+ত্বম্+অস্য; ত্বমাদিদেবঃ – ত্বম্+আদিদেবঃ (তুমি আদি দেবতা); পুরাণঃ – সনাতন; ত্বয়া– তোমার দ্বারা; বিশ্বমনন্তরূপ- বিশ্বম্+অনন্তরূপ (হে অনন্তরূপ); বেত্তাসি (বেত্তা + অসি)- জ্ঞাতা হন; ততম্ - ব্যাপ্ত; বেদ্যঞ্চ (বেদ্যম+চ) - জানার+এবং; গীতা ১১/৩৮- সঙ্কেতের অর্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক।

বাংলা অর্থ : হে অনন্তরূপ, তুমি আদি দেব, অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়স্থান। তুমি সবকিছু জান, তোমাকেই জানতে হয়, তুমি পরম স্থান এবং জগৎকে তুমিই পরিব্যাপ্ত করে আছ।

৪। শ্রীশ্রীচন্ডী :

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নামো নমঃ ॥ (**শ্রীশ্রীচন্ডী** ৫/৩২)

শব্দার্থ ও টীকা :

সর্বভূতেষু– সবকিছুর ভেতরে; সংস্থিতা – স্থিত, বিরাজিত; নমস্তস্যৈ– তাঁকে নমস্কার;
শ্রীশ্রীচন্ডী ৫/৩২- সংকেত দ্বারা বোঝায় শ্রীশ্রীচন্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক শ্লোক।

বাংলা অর্থ : যে দেবী সবকিছুর ভেতরে শক্তিরূপে বিরাজিত আছেন, তাঁকে নমস্কার, নমস্কার, বারবার নমস্কার করি।

টীকা :

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ :

প্রধান বারোটি উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অন্যতম। এই উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত। শ্বেত অর্থ শুদ্ধ ও অশ্বতর অর্থ ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতর শব্দের ভাবার্থ সংযতেন্দ্রিয়। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এর প্রবক্তা। আমরা কোথা থেকে এসেছি, জন্মের পর কার দ্বারা জীবন ধারণ করছি এবং ধ্বংসের পরে কোথায় আমাদের স্থিতি হবে – এই তিনটি প্রশ্ন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় রূপে আলোচিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র এবং বৈদিক যুগের পরর্বতী কালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলোকে বলা হয় শ্লোক।

ওঁ=অ+উ+ম্। অ=বিষ্ণু , উ= মহেশ্বর, ম্= ব্রহ্মা। সুতরাং ওঁ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। অর্থাৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্তা ঈশ্বর। এই মন্ত্রটিকে প্রণব বলা হয়।

সারসংক্ষেপ :

ঋগ্বেদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচন্ডী থেকে সংকলিত এই চারটি মন্ত্র ও শ্লোকে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন করা হয়েছে। শ্লোকগুলো থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, সবই তাঁর প্রকাশ। তাঁর অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ । তিনি শক্তিরূপে সর্বত্র বিরাজিত। তাই আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই।

পাঠ-২.২ বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদিক প্রার্থনাগুলো যথাযথ আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রার্থনা-মন্ত্রগুলোর বাংলা অর্থ বলতে পারবেন।
- সংকলিত মন্ত্রগুলোর আকর গ্রন্থের নাম লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	**প্রার্থনা, নিদর্শন, সমানী, নাববতু, শান্তি, জিজীবিষেৎ, নান্যথেতোহস্তি, ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, কঠোপনিষদ, ঈশোপনিষদ ইত্যাদি।**

বিষয়বস্তু :

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। বেদকে হিন্দুধর্মের আদি নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। বেদ চার ভাগে বিভক্ত যথা: ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ। বেদকে কেন্দ্র করে যে ধর্মদর্শন ও সাহিত্য তৈরি হয়েছে তা অত্যন্ড় মূল্যবান। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস জানার ক্ষেত্রেও এ গ্রন্থসমূহের দ্বারস্থ হতে হয়। তাই ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক কারণে এর মূল্য অপরিসীম।

বেদের প্রার্থনা :

১। সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
গমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥
(ঋগ্বেদ, ১০.১৯১.৪)

শব্দার্থ ও টীকা :

সমানী – সমান, এক ; বঃ – তোমাদের ; আকুতিঃ – অভিপ্রায়; হৃদয়ানি – অন্তঃকরণ ;

বাংলা অর্থ :

তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে এক মত হও।

বেদের প্রার্থনা :

২। অগ্ন আ যাহি বীতয়ে
গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥
(সামবেদ, ১/১/১)

টীকা :

সামবেদের মন্ত্রসমূহ মূলত গান। এগুলো গাওয়া হতো। ১/১/১ সঙ্কেতের দ্বারা সামবেদের পূর্বার্চিকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কান্ডের প্রথম মন্ত্র বোঝায়।

বাংলা অর্থ :

হে অগ্নিদেব, আনন্দের জন্য এসো। স্তবযুক্ত হয়ে আহুতিভার দেবলোকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য এসো। হে দেবগণের আহ্বানকারী, তুমি যজ্ঞাসনে উপবেশন কর।

উপনিষদের প্রার্থনা :

১। ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তুড়, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

(কঠোপনিষদ, শান্তিমন্ত্র)

শব্দার্থ ও টীকা :

নাববতু(নৌ+অবতু), নৌ – আমাদের। এখানে আমাদের বলতে গুরু-শিষ্য বা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষক তার নিজের ও শিক্ষার্থীর উভয়ের জন্য একই সাথে প্রার্থনা করছেন। অবতু – রক্ষা করুন; করবাবহৈ – লাভ করতে পারি। নাবধীতমস্তু – নৌ+অধীতম্+অস্তু। নাবধীতম্ – আমাদের অধীত বিদ্যা; তেজস্বি – তেজস্বি; মা – না; বিদ্বিষাবহৈ – বিদ্বেষযুক্ত, আমরা যেন পরস্পর বিদ্বেষযুক্ত না হই।

বাংলা অর্থ : (ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। উভয়কে সমভাবে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন সমভাবে শক্তিমান হতে পারি। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজস্বী হোক। আমরা যেন কাউকে হিংসা না করি। আমাদের বিঘ্নসমূহের শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্তি হোক।

উপনিষদের প্রার্থনা :

২। কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥

(ঈশোপনিষদ-২)

শব্দার্থ ও টীকা :

কুর্বন্নেবেহ – কুর্বন্+এব+ইহ (জগতে) ; কর্মাণি – সকলকর্ম; জিজীবিষেৎ – জীবিত থাকার ইচ্ছা করবে; শতং সমাঃ – শত বছর; ত্বয়ি নরে – তোমাতে মানুষ; ন কর্ম লিপ্যতে – কর্মে লিপ্ত হবে না; ইতঃ – ভিন্ন, ব্যতীত; নান্যথেতোহস্তি (ন+অন্যথা+ইতঃ+অস্ড়ি) – এ ভিন্ন অন্য কোনো পথ নেই।

বাংলা অর্থ :

এ জগৎ সংসারের সব কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে শত বছর জীবিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করবে। হে মানুষ, এ প্রকারে কর্ম করলে তুমি কর্মবন্ধনে লিপ্ত হবে না। জগতে কর্ম ব্যতীত বেঁচে থাকার ভিন্ন কোনো পথ নেই।

টীকা :

ঈশোপনিষদ :

উপনিষদটির প্রথম শব্দ ঈশা; এজন্য একে ঈশোপনিষদ বলা হয়। ঈশোপনিষদ শুক্লযজুর্বেদ এর বাজসনেয়ী সংহিতার শেষ অধ্যায়। তাই একে বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষদও বলা হয়। ঈশোপনিষদকে কেউ কেউ সর্বপ্রাচীন উপনিষদ বলে মনে করেন। এ উপনিষদে মাত্র ১৮টি মন্ত্র রয়েছে। মন্ত্রগুলির মধ্যে বিদ্যা, অবিদ্যা ও কর্মের চমৎকার আলোচনা রয়েছে। তাই এটি সংক্ষিপ্ত হলেও বৈদিক সাহিত্যে এর স্থান অনেক উচ্চে।

কঠোপনিষদ :

কঠোপনিষদ একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপনিষদ। কঠ+উপনিষদ = কঠোপনিষদ। এই উপনিষদটি কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার কঠো ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এ জন্য এর নাম কঠোপনিষদ। যম ও নচিকেতার উপাখ্যানের মাধ্যমে

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচিত হয়েছে। এটি ২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতি অধ্যায়ে ৩টি করে মোট ৬টি বল□ী রয়েছে। কঠোপনিষদের মন্ত্র সংখ্যা ১১৯টি।

সারসংক্ষেপ :

ঋগ্‌বেদের সংকলিত মন্ত্রটিতে সর্বতোভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। সামবেদের মন্ত্রটিতে অগ্নিদেবকে আহুতিভার দেবলোক নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। কঠোপনিষদের শান্ি□মন্ত্রে ঋষি নিজেকে ও তাঁর শিষ্যগণকে সমভাবে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁদের অধীত বিদ্যার উন্নতির জন্য ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করছেন। তিনি অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতেও চেয়েছেন। ঈশোপনিষদের মন্ত্রটিতে কর্তব্য কর্ম করার মধ্য দিয়ে শত বছর বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

পাঠ-২.৩ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীশ্রীচন্ডীর শ্লোক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীশ্রীচন্ডীর সংস্কৃত শ্লোকগুলো শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রতিটি শ্লোকের বাংলা অর্থ বলতে পারবেন।
- শ্লোকগুলোর উৎস নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মহাভারত, মার্কন্ডেয় পুরাণ, সপ্তশতী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, গীতা, জ্ঞানেন, শ্রদ্ধাবান্, শরণ্যে, নারায়ণি;

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা :

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত পঁচিশতম অধ্যায় থেকে বিয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত মোট আঠরোটি অধ্যায়ের সাতশত শ্লোকের সমষ্টি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। এ গ্রন্থে সাতশত শ্লোক থাকার জন্য এর আরেক নাম সপ্তশতী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব কথা বলেছেন তারই নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, সংক্ষেপে গীতা। গীতা সকল উপনিষদের সারবস্তু অবলম্বনে রচিত। গীতা গ্রন্থটি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্বয়। কেবল ধর্মগ্রন্থ রূপে নয়, দার্শনিক কাব্যগ্রন্থরূপেও গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি সনাতন ধর্মাবলম্বীগণের নিত্য পঠিত ধর্মগ্রন্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক :

১। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥
(গীতা, ৪/৩৮)

শব্দার্থ ও টীকাঃ

পবিত্রমিহ (পবিত্রম্+ইহ) – জগতে পবিত্র; জ্ঞানেন সদৃশং – জ্ঞানের সমান; ন হি বিদ্যতে – নিঃসন্দেহে কিছুই নেই; তৎ – সেই জ্ঞান; কালেন – সঠিক সময়ে; যোগসংসিদ্ধঃ – সিদ্ধগণ; স্বয়ং – নিজে; আত্মনি – আত্মাতে, বিন্দতি – অনুভব করেন।

বাংলা অর্থ : জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী কিছুই নিঃসন্দেহে আর নেই। সে জ্ঞানকে সঠিক সময়ে যোগসিদ্ধগণ নিজ আত্মাতে অনুভব করেন।

২। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ (গীতা-৪/৩৯)

টীকা ও শব্দার্থ :

লভতে – লাভ করেন, তৎপর – সাধনে তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়ঃ – ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযত, লব্ধা – লাভ করে, শান্তিম্ অচিরেণ অধিগচ্ছতি – শীঘ্রই শান্তি লাভ করেন ।

সরলার্থ :

যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে শীঘ্রই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

৩। কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥
(গীতা, ১১/৪৬)

শব্দার্থ ও টীকা :

কিরীটিনং – মুকুটযুক্ত; ত্বাং – তোমাকে; চক্রহস্তমিচ্ছামি – চক্রহস্তম্+ইচ্ছামি(ইচ্ছা করি)। দ্রষ্টুমহং(দ্রষ্টুম্+ অহম্) – আমি দেখতে ইচ্ছা করি; তেনৈব – তেন+এব; বিশ্বমূর্তে – হে বিশ্বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১/৪৬- এর দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শন নামক একাদশ অধ্যায়ের ৪৬তম শ্লোক বোঝায়। উক্তিটি অর্জুনের।

বাংলা অর্থ : মুকুট পরিহিত এবং গদা ও চক্রধারী তোমার পূর্বের রূপটি আমি দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বস্বরূপ, তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

শ্রীশ্রীচন্ডী :

শ্রীশ্রীচন্ডী মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। এতে সাতশ মন্ত্র থাকায় এর নামও সপ্তশতী। মার্কন্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ড় তেরোটি অধ্যায়ের নামই "চন্ডী"। মার্কন্ডেয় পুরাণে চন্ডীর নাম দেওয়া হয়েছে "দেবীমাহাত্ম্য"। চন্ডীতে দেবী দুর্গার উদ্ভব ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে। চন্ডীও গীতার মতো বিপুলভাবে পঠিত ধর্মগ্রন্থ। দুর্গাপূজার সময় বিন্ডেষভাবে চন্ডী পাঠ করা কর্তব্য।

শ্রীশ্রীচন্ডীর শ্লোক :

১। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥ (১১/১০)

শব্দার্থ ও টীকা :

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে – সকল মঙ্গলে মঙ্গল স্বরূপিণী; শিবে – মঙ্গলময়ী; সর্বার্থসাধিকে(সর্ব-অর্থ-সাধিকে) – সকল প্রকার অভীষ্ট সাধিকা; শরণ্যে – শরণযোগ্যা; ত্র্যম্বকে – ত্রিনয়না; নমোহস্তু তে (নমঃ অস্তু তে) – তোমাকে নমস্কার।

অর্থ : হে নারায়ণী, তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলকারিণী, মঙ্গলময়ী, সর্বপ্রকার অভীষ্ট সাধিকা, আশ্রয়স্বরূপা, ত্রিনয়না ও গৌরী, তোমাকে নমস্কার করি।

২। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥ (১১/১১)

শব্দার্থ :

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং – সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের ; শক্তিভূতে – শক্তিস্বরূপিণী; সনাতনি – নিত্য, সত্যগুণের আধার; গুণময়ে – গুণময়ী; নারায়ণি – নারায়ণশক্তি, বৈষ্ণবী।

সরলার্থ :

হে সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের শক্তিস্বরূপিণী, সনাতনী গুণের আশ্রয়ভূতা, গুণময়ী ও নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃত ৪/৩৮-৩৯ শ্লোকে ভগবান জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন এবং যিনি শ্রদ্ধাবান, সাধনতৎপর জিতেন্দ্রিয় তিনিই আত্মজ্ঞান লাভ করে পরম শান্তি লাভ করেন। ১১/৪৬ শ্লোকে তৃতীয় পান্ডব অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন শেষে তাঁর শান্ত ও স্নিগ্ধ চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েছেন। শ্রীশ্রীচন্ডী থেকে উদ্ধৃত একাদশ অধ্যায়ের দশম ও একাদশ শ্লোকে মঙ্গলদাত্রী ও সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের দেবী চন্ডীকে নমস্কার জানানো হয়েছে।

পাঠ-২.৪ বাংলা প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শুদ্ধ উচ্চারণে সংকলিত বাংলা প্রার্থনা তিনটি আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রার্থনা তিনটির ভাবার্থ বলতে পারবেন।
- প্রার্থনা তিনটির রচয়িতার নাম বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	অন্তর, নির্মল, বিকশিত, চরণপদ্ম, সান্ত্বনা, বিপদ, বঞ্চনা, বারি, বাসনা, বিতর, প্রেম, শান্তি, পূর্ণ, মঙ্গল, প্রভু, তারকা, তপন ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

১। অন্ড়র মম বিকশিত করো অন্তরতর হে-
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে ॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ ॥
চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান)

শব্দার্থ ও টীকা :

উদ্যত – উদ্যমশীল, প্রবৃত্ত, উন্মুখ; নিস্পন্দিত – স্থির, অবিচল; নন্দিত – আনন্দিত, তোষিত।
সঞ্চার – সঞ্চালন, গতি ইত্যাদি। বন্ধ- বাঁধন।

ভাবার্থ :

হে অন্তর্যামী, তুমি আমার হৃদয় শুভ্র, সুন্দর ও উজ্জ্বলরূপে বিকশিত করে তোল। আমাকে সচেতন ও উদ্যমী করো; আমার ভয়, সংশয় ও অলসতা দূর করে মঙ্গল বিধান করো। আমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে সবার সঙ্গে তোমার শান্ত ছন্দময় সকল কর্মে যুক্ত করো। তোমার চরণপদ্মে আমার হৃদয় অবিচল করে আনন্দ বিধান করো।

২। বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা–
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ॥
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে-
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা–
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ॥
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে –
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান)

শব্দার্থ ও টীকা:

তরিতে – পার হতে; ত্রাণ – উদ্ধার, পরিত্রাণ; দুঃখতাপে – দুখের আগুনে: টুটে – চূর্ণ বা ভেঙে: সহায় – সাহায্য, শকতি – শক্তি, বল; নম্রশিরে – নত মস্তকে; নিখিল ধরা – সমস্ত পৃথিবী; বঞ্চনা – প্রতারণা।

ভাবার্থ :

বিপদে আমাকে রক্ষা করো ও দুঃখে সান্ত্বনা দাও এমনটা চাই না, চাই বিপদে আমি যেন ভয় না পাই এবং দুঃখে যেন জয় করতে পারি; জগৎ সংসারে যদি বঞ্চনা ও ক্ষতির শিকার হই এবং কেউ যদি সহায় না হয় তবু যেন মনোবল অটুট থাকে। আমাকে তুমি পরিত্রাণ করো, নির্ভার করো এমন চাই না, তোমার কাছে প্রভু চাই বিপদ অতিক্রমণের ও ভারবহনের শক্তি। দুঃসময়ে যদি সবাই বঞ্চনাও করে তোমার প্রতি যেন সংশয়হীন থাকি এবং সুসময়ে নম্রশিরে তোমাকে যেন বরণ করে নেই।

৩। বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নর-নারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোক-পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি ॥

কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান।
বিতর, বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয়, জয় হোক তোমারি ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান)

শব্দার্থ ও টীকা :

বরিষ – বর্ষণ করো; বারি – জল; মোহপাপ – মোহজনিত পাপ; অপসারি – অপসারণ করে; ছদ্মবেশ – ছলনার রূপ; পাষাণ – নিষ্ঠুর ; বিতর – বিতরণ কর।

ভাবার্থ :

হিংসা-বিদ্বেষ ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে আজ শান্তি নেই। মানুষের নিরস হৃদয়ে করুণা নেই; হে ঈশ্বর তোমার অপার অনুগ্রহে মানুষের মধ্যে যদি মায়া-মততা, স্নেহ-ভালোবাসা প্রভৃতি মানবিক অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে তাহলে পৃথিবী আবার শান্তিময় এক বাসযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হবে। হে প্রেমময় সকলের মঙ্গল বিধানকারী, তোমার জয় হোক।

৪। তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ-বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল-পাথারে।
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা ;
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধর-সলিল-গহনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ॥

(রজনীকান্ত সেন)

শব্দার্থ ও টীকা :

লক্ষ্য শূন্য – উদ্দেশ্যহীন; পন্থা – পথ, উপায়; গরল – বিষ; পাথার – সাগর, সমুদ্র; অনল – আগুন; অনিল – বাতাস; নভোনীলে – নীল আকাশে; ভূধর – পর্বত; বিটপী – বৃক্ষ; জলদ – মেঘ; মর্ম – হৃদয়, অন্তর।

ভাবার্থ :

অন্তহীন কামনা-বাসনাময় এই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি বিরল। ভোগাকাঙ্ক্ষার সহজে নিবৃত্তি ঘটে না বলে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে অপূর্ণতা থেকে যায়। ফলে সে প্রতিনিয়ত দুঃখ ভোগ করে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করা। ঈশ্বরের রাতুল চরণে নিজেকে স্থাপন করতে পারলেই রোগ-শোক ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ এই পঙ্কিল পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা – এ বাংলা প্রার্থনাটি শিখে না দেখে নির্ভুলভাবে লেখার চেষ্টার করুন।

সারসংক্ষেপ :

প্রথম পাঠটিতে ভয়, সংশয় ও অলসতা দূর করে নিজের অন্তর শুভ্র, সুন্দররূপে বিকশিত করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। দ্বিতীয় পাঠটিতে জগতের বিপদে বেদনায়, দুঃখতাপে এবং নানা ধরনের বঞ্চনা ও ক্ষতির মোকাবিলায় আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা এবং স্রষ্টার অটল বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রার্থনায় হিংসা-বিদ্বেষ, পাপে-তাপে পূর্ণ পৃথিবীর মানুষের জন্য শান্তি এবং কামনার পাশে আবদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ঋগ্‌বেদের প্রার্থনা মন্ত্রটি কোন মন্ডল থেকে সংকলিত হয়েছে ?
   ক. প্রথম খ. চতুর্থ
   গ. দশম ঘ. দ্বিতীয়

২. গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮তম শ্লোকটি কার উক্তি?
   ক. অর্জুনের খ. ধৃতরাষ্ট্রের
   গ. সঞ্জয়ের ঘ. শ্রীকৃষ্ণের

৩. স্তব-স্তোত্রের মাধ্যমে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর-
   i) গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় ii) প্রশংসা করা হয়
   iii) দাবী-দাওয়া করা হয়
   নিচের কোনটি সঠিক ?
   ক) i খ) ii
   গ) i ও iii ঘ) i ও ii

নিচের অংশটুকু পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

দেবলীনা প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে একখানি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। গ্রন্থটি পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের দার্শনিক কাব্যরূপে সুপরিচিত। এগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগসহ ধর্মাধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছেন।

৪. দেবলীনার পঠিত গ্রন্থের নাম –

ক) শ্রীশ্রীচন্ডী খ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গ) মনুসংহিতা ঘ) বেদ

৫. দেবলীনার চেতনা আমরা জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবো –

i) শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংলাপ পর্যালোচনা করে

ii) প্রতিদিন গীতা পাঠ করে

iii) প্রতিদিনের কর্তব্যকর্ম পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ঈশ্বর ও দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য হিন্দুগণ স্তব করে থাকেন। বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচন্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর স্তব-স্তোত্র রয়েছে। এসব স্তব-স্তোত্র আত্মিক পুষ্টি যোগায়। তাই ব্যক্তি জীবনে এ সবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক) ঈশোপনিষদের মন্ত্রটি লিখুন।

খ) 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' – ব্যাখ্যা করুন।

গ) শ্রীশ্রীচন্ডীর ৫/৩২ শ্লোকটি লিখুন।

ঘ) বেদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ : ১. (গ), ২. (ক), ৩.(ঘ), ৪. (খ), ৫. (ঘ)